CYMK

চুঁচুড়ায় বেআইনি অটো, পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়াঃ বেআইনভাবে রুটে আটো ঢোকার প্রতিবাদ করে পথ অবরোধ করলেন অটো চালকরা। ঘটনাটি হুগলির চুঁচুড়া এলাকার। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, চুঁচুড়ার তালডাঙ্গা থেকে পোলবা বি ডি ও এই রুটে কিছু ব্যক্তি বাইরের পারমিটধারী অটো নামিয়েছে। আর তারই প্রতিবাদে ওই রুটের অটো চালকার সকাল থেকে চুঁচুড়া স্টেশন রোড অবরোধ করেন। এর ফলে সপ্তাহের প্রথম দিন অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়েন। পরে পুলিশ এসে ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

গোঘাটে পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ হুগলির গোঘাটের ভাদুর অঞ্চলে গোবিন্দপুর গ্রামের একটি পুকুর থেকে ভাসমান মৃতদেহ উদ্ধার হল। ওই মৃত ব্যক্তির বাড়ি কোথায় জানা যায়নি। তবে উত্তম নামে ওই প্রৌঢ় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ওই গ্রামের বিভিন্ন দোকানে ভবঘুরের মতো ফাইফরমাস খাটত। সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় কয়েতপুকুরে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন এলাকার মানুষ। এরপর খবর দেওয়া হয় গোঘাট থানায়। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক প্রৌঢ়। মৃতের নাম শ্রীধর পাল (৪৩)। তিনি পেশায় চাষী। বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের মোবারকপুর গ্রামে। জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির সকলে যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন বাড়িতেই তিনি বিষ পান করেন। পরে পরিবারের লোক বুঝতে পেরে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসা চলাকালীন সকালের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে আছে।

ওভারহেডের তার ছিঁড়ে ব্যাহত ট্রেন চলাচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেওড়াফুলি ঃ হুগলির শেওড়াফুলি- তারকেশ্বর শাখায় শেওড়াফুলি ও নসিবপুর রেলস্টেশনের মাঝে ওভারহেডের বিদ্যুৎ সরবরাহের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। সকাল ৮টা থেকে প্রায় এক ঘন্টা আপ ও ডাউন ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। এরফলে নিত্যযাত্রীসহ সাধারণ যাত্রী সকলেই চরম অসুবিধায় পড়েন। ঘন্টাখানেক পরে বিদ্যুৎ এলে ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে যায়।

আলু ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার, পুলিশ কুকুরের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পোলবা ঃ মঙ্গলবার ভোরে এক আলু ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হুগলির পোলবা থানার অন্তর্গত রামনাথপুর শালুকগড় এলাকা। মৃত ওই আলু ব্যবসায়ীর নাম মহাদেব ঘোষ (৬২)। পুলিশ কুকুরের দাবিতে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনকার মতো এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন মহাদেববাবু। তারপর আর ঘরে ফেরেননি। সকালে বাড়ির কাছেই পোলবা-মহানাদ ৩৯নং রুটের পাশে চাষের জমিতে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পান গ্রামবাসীরা। তাঁর কপালে ও ঘাড়ে ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। পুলিশ কুকুর নিয়ে আসার দাবিতে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। পোলবা থানার ওসি এলে তাঁর সাথে প্রায় ধাক্কাধাক্কি বেধে যায় গ্রামবাসীদের। বিশাল পুলিশবাহিনী এলেও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃতদেহ সকাল থেকে আটকে রেখে বিকাল তিনটার পরও অবরোধ চলে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এর আগেও এই স্থানে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আমরা বহুদিন ধরে এখানে পুলিশের টহলের ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য জানিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবে এদিনের ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা পোলবা থানার ওসি সমীর সরকারকে পেয়ে তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দেন।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কৃতীর পাশে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মনের উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তি থাকলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তা দেখিয়ে দিল হুগলির রিষড়া গ্রামীণ অঞ্চলের বামুনারী পঞ্চায়েতের মনোরঞ্জন বর্মন ও লক্ষী বর্মনের মেয়ে সোমা। বিরল থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত শারীরিক সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মাধ্যমিকে ভালো ফল করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। সে এবার মাধ্যমিকে পেয়েছে ৪৫১ নম্বর। তার ইচ্ছা বাণিজ্য বিভাগে পড়া। রিষড়ার মোড়পুকুর শৈবালিনীদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যানিকেতন থেকে পাশ করেছে সে। দিদি বীণা বর্মন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাশ করে বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করছেন। দাদাও একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। অর্থনৈতিক সঙ্কটেও বাড়িতে পড়াশোনার সুন্দর পরিবেশ। মনোরঞ্জনবাবু পেশায় সব্জী বিক্রেতা। মাস দুয়েক আগে হার্টের অপারেশন হয়েছেন। এখন তিনি বাইরে বের হতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মেয়েদের সাহায্যের কথা বলেন, সেরূপ কোনও সাহায্য তাঁরা সরকারের কাছ থেকে পাননি বলে জানিয়েছেন। বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বের এক দল প্রতিনিধি সোমবার রিষড়ায় দেখা করেন সোমা ও তার পরিবারের সঙ্গে। দলের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়। ভাস্করবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার মিডিয়া কনভেনর ঋতব্রত সেনগুপ্ত, রিষড়া ও শ্রীরামপুর মণ্ডলের সভাপতি যথাক্রমে কাঞ্চন দাস ও রাকেশ চৌধুরী এবং বিস্তারক প্রবীর শর্মা। জেলা সভাপতির পক্ষ থেকে সোমার হাতে একটি চেক তুলে দেওয়া হয়।

নান্দাবাজারে নতুন শৌচাগার

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুরঃ হুগলির সিঙ্গুর নান্দা বাজারে ছিল না বাথরুম ও স্নান করার জায়গা। সমস্যায় পড়তে হত ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলকে। বাজার সমিতি ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এল আই সি জীবন বীমার উদ্যোগে নতুন সুসজ্জিত বাথরুম, মলমূত্র ত্যাগ করবার জায়গা তৈরি করা হয়। বাথরুমের ফলে উপকৃত হবে ২৫০ দোকানদার থেকে বহু দূরের ক্রেতারা এখানে এসে উপকার পাবেন বলে জানান নান্দা বাজার সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি দিলীপ দাস। অন্যদিকে বাজারের এক পান ও আনাজ বিক্রেতা জানান, বহুদিন ধরে এই নান্দা বাজারের ব্যবসায়ীদের জন্য শৌচাগারের অভাব ছিল। বহুদিন ধরে মাঠে ঘাটে ও পরের জমিতে পায়খানা বা মলমূত্র ত্যাগ করতে হত। ফলে যাদের জমি তাঁদের কাছ থেকে বহু বাজে বাজে কথাও শুনতে হত। এছাড়া এই নান্দা বাজারে দূরদূরান্ত থেকে ব্যাপারীরা বাজারে কিছু কিনতে এসে মলমূত্র ত্যাগের জন্য বিপাকে পড়তেন। এইসব কথা মাথায় রেখে যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও এল আই সি জীবন বীমার যৌথ উদ্যোগে শৌচাগার তৈরি করেছে তাতে দোকানদার থেকে বাজারে আসা ক্রেতা ও ব্যাপারীরা ভীষণ উপকার হয়েছে।

প্রথমবারেই সফল গোবিন্দপুর হাই স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের গোবিন্দপুর রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা এবছরই প্রথম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রথম বারেই এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এই স্কুলের ছাত্রী পৌলমী মণ্ডল ৪৩৪ নম্বর পেয়ে স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শক্তিমোহন মালিক জানান, স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০০। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৫৮জন ছাত্রছাত্রী। সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। আগামী বছর আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, এই স্কুলের পড়াশোনার মান বেশ ভালো। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম থাকায় কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। উল্লেখ্য, আরামবাগ-বাঁকুড়া ২নং রাজ্য সড়কের ধারে গোঘাটের গোবিন্দপুরে এই স্কুলটি অবস্থিত। এবারের প্রথম স্থানাধিকারী পৌলমী মণ্ডল বলে, এতদিন এই স্কুল মাধ্যমিক পর্যন্ত ছিল। এবার উচ্চমাধ্যমিক হওয়ায় খুব ভালো হয়েছে। না হলে মাধ্যমিকের পর অন্য স্কুলে পড়তে যেত হত। যেহেতু বাড়ির কাছে স্কুল তাই যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধাই হয়েছে। শুভঙ্কর সাঁতরা নামে এক প্রাক্তন ছাত্র বলে, মাধ্যমিকের পরে এতদিন চাতরা বা কালীপুরে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য যেত হত। বাড়ির আর্থিক অবস্থা তখন খুব একটা ভালো থাকেনি। তার জন্য বাসে করে যেতে হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। এবার প্রথম উচ্চমাধ্যমিক চালু হওয়ায় এই এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার প্রবণতা আরও বাড়বে। এই স্কুল পড়াশোনাতেও খুব ভালো। আগামী দিনে শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানো হলে আশা করি আরও ভালো ফল হবে।

রেলমন্ত্রীর বক্তব্যে ভাবাদিঘির রেলপ্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

হুগলি জেলার গোঘাট থানার ভাবাদিঘির সামান্য কিছু জায়গা ও কয়েকজন মানুষের জন্য গোঘাটের মানুষ রেল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভাবাদিঘির একাংশ আন্দোলন করে থমকে দিয়েছে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্প। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। অন্যদিকে গোঘাটের মানুষ ও রাজ্য সরকার এই রেল প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে সবসময় উদ্যোগী। এরই মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, জমি নিয়ে সমস্যা থাকলে সেখানে জমি অধিগ্রহণ জোর করে করা যাবে না। ভাবাদিঘির জমিজট প্রসঙ্গে বলেন, গোঘাটের কাছে ভাবাদিঘির উপর দিয়ে রেল প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। জমি সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। রাজ্য সরকার সাহায্য করছে। তবুও কিছু কাজ হচ্ছে না। রেলমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে গোঘাটবাসী চর্চা শুরু করেছেন তাহলে কি গোঘাটের পুণ্যভূমি কামারপুকুর এবং বাঁকুড়ার জয়রামবাটীর উপর দিয়ে রেল প্রকল্পের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, মন্ত্রী যে কথা বলেছেন সে কথা নতুন রেল প্রকল্পের কথা। যেহেতু তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেলপথ শেষের মুখে সেই কারণে গোঘাটবাসীর স্বপ্ন মা- মাটি- মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পকে আলোচনার মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেওয়া হবে। আমরা আশাবাদী, ভাবাদিঘির আন্দোলনকারী মানুষজন বুঝবেন এবং রেলপ্রকল্পের পাশে থাকবেন। রেল প্রকল্প হাতছাড়া হলে ভাবাদিঘির মানুষের দিকে কেউ মুখ তুলে তাকাবেন না। রেলপ্রকল্পে সাহায্য করলে যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। রেলপ্রকল্পের মধ্যে দিয়ে কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বিষ্ণুপুর, তারকেশ্বরের যোগ তৈরি হবে।প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। আশাকরি, ভাবাদিঘির মানুষ তা বুঝবেন। অন্যদিকে ভাবাদিঘি বাঁচা কমিটির মধ্যে কৃষ্ণা রায়, বাসন্তী পণ্ডিত, ঝর্ণা রায়, নমিতা রায়, রাজু পণ্ডিত জানালেন, আমরা রেল প্রকল্পের বিপক্ষে নই, আমরা চাই রেল চলুক। কিন্তু দিঘির জলকর বাঁচিয়ে রেলপ্রকল্প হোক। তাঁরা বলেন, রেলমন্ত্রী যা বলেছেন খুব ভালো কথা। আশা করি রেলমন্ত্রীও আমাদের সাথে থাকবেন।

শিবমূর্তি চুরিতে চাঞ্চল্য তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বরঃ শিবমূর্তি চুরিতে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, এই হাসপাতালের গেটের কাছে বটগাছের নিচে বহুবছর ধরে একটি শিবমূর্তি ছিল। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী বাড়ির মহিলারা প্রতিদিন সেখানে পুজো করতেন। এছাড়া হাসপাতালে আসা রোগীর আত্মীয়রা রোগীর শুভকামনায় পুজো দিতেন। মঙ্গলবার সকালে পুজো দিতে গিয়ে দেখা যায় শিবমূর্তিটি উধাও হয়ে গেছে।

আদিবাসী ইষ্টদেবতা মারাং বুরুর পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল মারাং বুরুর পুজো। তার আগে শোভাযাত্রা সহকারে ঘট উত্তোলন করা হয়। তারপর সিধু কানু ও আদিবাসী লেখক পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। আদিবাসীদের অস্ত্র তিরধনুক শালগাছের কাছে রেখে শুরু হয় পুজোপাঠ। দুপুরে প্রায় ৩ হাজার লোকের প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন হুগলির কামারপুকুরের পশ্চিম অমরপুর উৎসবের চেহারা নেয়। পশ্চিম অমরপুরের বাসিন্দা সুমন মুর্মু জানান, ছোটবেলা থেকে এই অনুষ্ঠান দেখে আসছি। কিন্তু এতবড় মাপের অনুষ্ঠান দেখেনি। সিধু কানু আদ্যশক্তি গাঁওতার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান ৫ বছরে পা রেখেছে।

শুধু গোঘাট থানা এলাকাতেই নয়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড, মেদিনীপুরসহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে আদিবাসী ভাই ও মায়েরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আয়োজন করা হয় আদিবাসী সঙ্গীতানুষ্ঠানের।

সাপের ভয়ে আতঙ্ক হরিপাল থানায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপালঃ থানার সামনে গোখরো সাপের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল হুগলির হরিপালে। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ে বন্দিপুর প্রকৃতিপ্রেমি সমিতির সদস্যদের। সংগঠনের পক্ষ থেকে তিন সদস্য থানার সামনে গিয়ে ইটের মধ্যে থাকা সাপটিকে উদ্ধার করে। ওই সদস্যরা সমাজে সাপের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপস্থিত মানুষদের বোঝান। পরে সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। থানা চত্বর থেকে সাপ চলে যেতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন দুঁদে পুলিশ অফিসারাও।

দিনদুপুরে আরামবাগে ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ প্রকাশ্য দিবালোকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির আরামবাগ শহরে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ শহরের বিবেকানন্দ মোড় সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, আরামবাগ পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বৃন্দাবনপুরের বাসিন্দা প্রদীপ কুমার ভাণ্ডারী ব্যাগে করে ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই দুই দুষ্কৃতী মোটর বাইকে ট্রাফিক পুলিশের সামনে দিয়ে এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি উল্টে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতীরা ওই ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। প্রদীপবাবু তিনি আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ল্যাবটরি কর্মী। তিনি জানান, এদিনই তিনি আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় ডাকঘর থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং আরামবাগ স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে আড়াই লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। সেই টাকা ওই ব্যাগের মধ্যে ছিল। এছাড়াও তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর স্টেট ব্যাঙ্কের দুটি পাসবই, আধার কার্ড, প্যানকার্ড, ভোটার কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পাসবই, পি এফ -এর পাসবই এবং একটি ছাতা ছিল। এই ঘটনায় তিনি আরামবাগ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুরশুড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা আছে, কিন্তু চিকিৎসকের অভাব

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির আরামবাগ মহকুমার মধ্যে অন্যতম একটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল পুরশুড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এলাকাবাসীর দাবি, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির থেকে অনেক উন্নত। চার বিঘা জমির উপর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। যদিও বর্তমানে ৬টি কোয়ার্টার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অচল হয়ে পড়ে আছে। প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাবেই এই অবস্থা বলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন। বর্তমানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ৩০টি বেডের। পাশাপাশি ১১জন নার্স ও ৪জন চিকিৎসক আছেন। লেবাররুম, অপারেশন থিয়েটার, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড আছে। এই ব্লকের চিলাডাঙ্গীর বাসিন্দা জয়দেব সাঁতরা বলেন, প্রতিদিন গড়ে আউটডোরে প্রায় ৪০০জন রোগী আসেন। চিকিৎসকরা এখানে যথেষ্ট ভালো পরিষেবা দেন। তারকেশ্বরের বাসিন্দা অলোক অধিকারী বলেন, আমাদের এলাকায় গ্রামীণ হাসপাতাল থাকা সত্ত্বেও আমরা চিকিৎসার জন্য পুরশুড়ার এই ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটে আসি। এখানের পরিষেবা অনেক ভালো। পরিবেশও স্বাস্থ্যকর। খানাকুল থানার বালিপুরের বাসিন্দা দিপালী প্রামানিক বলেন, আমাদের কারও কোনও কিছু রোগ হলেই আমরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই চলে আসি। আমার ভাই রবি এখানে বেশ কিছুদিন ভর্তি ছিল। বর্তমানে সে সুস্থ। গ্রামের মানুষও এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই পরিষেবার জন্য আসেন। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে এখানে চিকিৎসা করা হয়। যদিও পুরশুড়ার দেউলপাড়ার বাসিন্দা সেখ মফিজুল বলেন, এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। চারজন চিকিৎসক থাকলেও একজন সবসময়ই ছুটিতে থাকেন। তাই নিয়মিত ডাক্তারবাবুকে পাওয়া যায়। এরপর আউটডোরের রোগীর চাপ আছে। আরও দুজন চিকিৎসক ও আরও দুজন নার্স হলে বেশ ভালো হত। অন্যদিকে শ্রীরামপুরের বাসিন্দা পরিতোষ চৌধুরী বলেন, গত পাঁচবছরে পরিষেবার অনেক উন্নতি ঘটেছে। আগে কুকুর, বিড়ালের সঙ্গে রোগীদের থাকতে হত। বর্তমানে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টারগুলি ব্যবহার না করার কারণে সাপ, ব্যাঙের বাসস্থান হয়ে উঠেছে। এখানে সব ধরনের রোগী আসে, সাপে কাটা থেকে শুরু করে দুর্ঘটনায় জখম সকলেই। এপ্রসঙ্গে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিএমওএইচ ডাঃ সুব্রত কুমার বাগ বলেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে ৪ মাস আগে রং করা হয়েছে। রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যদিও সুইপারের অভাবে কোয়ার্টারগুলি পরিষ্কার করা যাচ্ছে না। তবুও যতটা সম্ভব ভালোই পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা পরিষেবা গ্রহণ করতে আসেন তাঁরা এবিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলে আরও ভালো পরিষেবা পাওয়া যাবে।

বেড়াতে আসুন কামারপূকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

CYMK